এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে শ্রীগোস্বামীপাদ শ্রীস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যার উপরে কিছু সিদ্ধান্ত করিতেছেন; স্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যাতে ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বিরাড্‌গত সকলের বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা সকলের সকল দেখিয়া থাকেন, ইহার অভিপ্রায়—ঈশ্বর নিজবুদ্ধি দ্বারা সকল দেখিয়াও সকলের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সকল দেখেন, স্বামীপাদ সেই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন। এস্থানে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না যে, সর্ব্বান্তর্যামি-পুরুষের নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সত্তা কি প্রকারে হইতে পারে? যেহেতু সকলের বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় সৃষ্টির পূর্ব্বেও "স ঐক্ষত" অর্থাৎ তিনি দেখিয়াছিলেন—এই শ্রুতিতে সর্ব্বদর্শন করিবার ক্ষমতার কথা শুনা যায়। তেমনি ঈশ্বরই স্বপ্নরচিত দেহ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও, জীবকর্ত্তৃক সেই সকল দেহ কল্পনার কথা যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য 'জীবের সঙ্কল্প দ্বারাই ঈশ্বর সেই সকল দেহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন'—এই অভিপ্রায়েই (স্বপ্ন দেহ রচনা বিষয়ে) জীবকর্ত্তৃত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু শ্লোকে "যিনি সকলের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সকল দেখিয়া থাকেন"—এইরূপ উল্লেখ করা হয় নাই। শ্লোকে—"সত্যং ভজেত" অর্থাৎ সত্য স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে ভজিবে। কে ভজিবে? এই কর্ত্তৃপদের যোজনা করিতে হইবে বলিয়া শ্লোকের নিম্নলিখিত প্রকার অর্থই সুসঙ্গত। শ্লোকস্থ "সঃ" অর্থাৎ সেই পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার যোগধারণা সিদ্ধযোগীপুরুষ বিরাড্‌গত সকলের বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিরাড্‌গত সকল অনুভব করিয়াও সেই বিরাট্ অন্তর্য্যামী আনন্দনিধি সত্যস্বরূপ শ্রীনারায়ণকেই ভজন করিবে; বিরাড্‌গত অন্যত্র কোথাও আসক্তি করিবে না। যে আসক্তি ইহাতে আত্মার অধঃপাত অর্থাৎ সংসার দশা উপস্থিত হয়। শ্রীনারায়ণের সর্ব্ব অনুভব বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"আত্মা", স্বপ্নদ্রষ্টা জীব যেমন স্বপ্নগত সকল জনের এবং তদুপলক্ষিত সকল বস্তুর একইভাবে দ্রষ্টা হইয়া থাকে, শ্রীনারায়ণের সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকে "তং" অর্থাৎ "তাঁহাকে" এই প্রকার উল্লেখ দ্বারা "স ঐক্ষত" অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছেন, এবং "পারস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের অন্য-নিরপেক্ষা শক্তি আছে এবং সেই শক্তি বিবিধ প্রকার। আবার ঐ শক্তিগুলি স্বাভাবিকস্বরূপ হইতে অভিন্না, আগন্তুকা নহে এবং ঐ শক্তি প্রধানতঃ জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে তিন প্রকার। এই দুইটী শ্রুতিতে পরমেশ্বরের অন্য-নিরপেক্ষজ্ঞানাদিশক্তির সত্তার সংবাদ শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া এবং